যুগান্তর

তারিখ ····· 7 ·MAY· 2003···
পৃষ্ঠা ····· ২ ····· কলাম ····· ৪ ······

ছাত্রলীগের মিছিলে পুলিশের লাঠিচার্জ : আহত ৩৫

রাজধানীতে বিদ্যুৎ সংকটের প্রতিবাদে গতকাল ছাত্রলীগের ডেসা অফিস ঘেরাও কর্মসূচিতে পুলিশের লাঠিচার্জ -যুগান্তর

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

গতকাল নগরীতে ছাত্রলীগের বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশ হামলা চালিয়েছে। দুপুরের দিকে হাইকোর্ট মাজারের সামনে এ ঘটনা ঘটে। পুলিশের লাঠিচার্জে সংগঠনের সভাপতি লিয়াকত শিকদার, সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাবুসহ অন্তত ৩৫ জন আহত হয়েছেন। ছাত্রলীগ অর্ধশতাধিক আহত হয়েছে বলে দাবি করেছে। বেধড়ক লাঠিচার্জে থেকে ছাত্রলীগের নেত্রীরাও রেহাই পাননি। এ ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রলীগ আগামীকাল দেশের সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র ধর্মঘট ডেকেছে। আজ তারা বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করবে। জানা যায়, বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখা ও পানি-গ্যাস সংকট নিরসনের দাবিতে গতকাল তাদের পূর্ব নির্ধারিত ডেসা ভবন ঘেরাও কর্মসূচি ছিল। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে এ উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের কেন্দ্রীয় সভাপতি লিয়াকত শিকদারের সভাপতিত্বে সমাবেশে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মুকুল বোস, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদুর রহমান মান্না, নজরুল ইসলাম বাবু, দেলোয়ার হোসেন, হেমায়েত মিছিলে : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৫

মিছিলে : পুলিশের লাঠিচার্জ

(১ম পৃষ্ঠার পর) উদ্দিন হিমু, এসআর পলাশ, গোলাম সারোয়ার কবির প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সমাবেশ শেষে মিছিল নিয়ে তারা ডেসা ভবন ঘেরাও করতে এগিয়ে যায়। মিছিলটি হাইকোর্ট মাজারের সামনে পৌঁছলে পুলিশ এতে বাধা দেয়। বাধা উপেক্ষা করে মিছিলটি এগুনোর চেষ্টা করলে পুলিশ লাঠিচার্জ শুরু করে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, এ সময় পুলিশ লিয়াকত শিকদার ও নজরুল ইসলাম বাবুকে রাস্তায় ফেলে মারধর করে। এছাড়া যারা আহত হয়েছেন তারা হলেন : মমিন পাটোয়ারী, দেলোয়ার হোসেন, রফিকুল ইসলাম, এমদাদ হাওলাদার, গোলাম সারোয়ার কবির, জাকিয়া সুলতানা শেফালী, আতিকুল ইসলাম তিতু, তারেক, শফিক, শিল্পী রানী, সূচনা হালদার, মনসুর, কাওসার, মাকসুদ, গৌতম প্রমুখ।

তাৎক্ষণিক মিছিল

ঘটনার পরপরই নগরীতে বলরাম পোদ্দারের নেতৃত্বে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ মিছিল বের হয়। মিছিল শেষে হাইকোর্টের সামনে সমাবেশে বলরাম পোদ্দার বলেন, গণতান্ত্রিক কর্মসূচি বন্ধ করে দিয়ে সরকার ফ্যাসিস্ট কায়দায় দেশ চালাতে চায়। সমাবেশে এছাড়াও বেগ শাহীন, খলিলুর রহমান প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

বিকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ সংগঠনের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ছাত্রীদের ওপর হামলার নিন্দা জানান। এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন বলরাম পোদ্দার। এ সময় মারুফা আক্তার পপি, রফিকুল ইসলাম কোতোয়াল, আনিসুর রহমান, খান মাইনুল মোর্শেদ, পনিরুজ্জামান তরুণ, এমএ মালেক, আরিফ হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শেখ হাসিনার নিন্দা

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী ও বিরোধীদলীয় নেত্রী শেখ হাসিনা ছাত্রলীগের মিছিলে পুলিশের হামলার নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন। গতকাল এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, জোট সরকার দুর্নীতি ও দলীয়করণের মাধ্যমে দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকেও ধ্বংস করে দিয়েছে। ফলে রাজধানী ঢাকাসহ সারাদেশে বিদ্যুৎ বিভ্রাট ও ঢাকায় পানি সংকট চলছে। ছাত্রলীগ বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার দাবিতে গতকাল পূর্বঘোষিত কর্মসূচির অংশ হিসেবে রাজধানীতে শান্তিপূর্ণ মিছিল বের করলে পুলিশ কোন কারণ ছাড়াই মিছিলে হামলা চালায়। পুলিশের নির্বিচার লাঠিপেটায় ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ অর্ধশতাধিক নেতাকর্মী আহত হয়েছেন। শেখ হাসিনা বিবৃতিতে আহতদের প্রতি সমবেদনা জানিয়েছেন।

নগর আওয়ামী লীগ সভাপতি সাবেক মেয়র মোহাম্মদ হানিফ ও সাধারণ সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া (বীরবিক্রম) হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানান। হামলার নিন্দা জানিয়েছেন স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহ্বায়ক আলহাজ্ব মকবুল হোসেন, আফম বাহাউদ্দিন নাছিম, পংকজ দেবনাথ, অধ্যাপক আবদুল হান্নান প্রমুখ।

যুবলীগ চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর কবির নানক ও সাধারণ সম্পাদক মির্জা আজম এমপি এ হামলাকে ন্যক্কারজনক আখ্যা দিয়ে বিবৃতি দিয়েছেন। যুবলীগ নগর দক্ষিণ শাখা বিকালে প্রতিবাদ বিক্ষোভ করেছে। সংগঠনের সভাপতি মহিউদ্দিন আহমেদ মহির সভাপতিত্বে সমাবেশে আতাউর রহমান আতা, আইয়ুব আলী খান, ড. এমরান কবির চৌধুরী প্রমুখ বক্তৃতা করেন। ওলামা লীগ সভাপতি মাওলানা ইসমাইল হোসাইন ও সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলামও তীব্র নিন্দা এবং প্রতিবাদ জানান। গতকাল সংগঠনের এক জরুরি সভা থেকে তারা নিন্দা জানান। আওয়ামী লীগ সাংস্কৃতিক ফোরাম কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ করে। এতে কামরুজ্জামান, শেখ উজ্জ্বল, বছির আহাম্মেদ প্রমুখ বক্তৃতা করেন। শ্রমিক লীগ সভাপতি আবদুস সালাম খান ও সাধারণ সম্পাদক আহসানউল্লাহ এমপি তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বিবৃতি দেন। বানারীপাড়া ছাত্রলীগের পক্ষে রিয়াজুল ইসলাম রাজু, সিরাজুল হক সুমন, মাহতাব ফকির, সেলিম তালুকদার সংগঠনের মিছিলে পুলিশি হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

যুবলীগের কর্মসূচি

এ ঘটনার প্রতিবাদে যুবলীগ আগামীকাল দেশের সব জেলায় বিক্ষোভ মিছিল সমাবেশ করবে। কর্মসূচি সফল করার জন্য সবাইকে আহ্বান জানানো হয়েছে।